খাবারের সন্ধানে বাড়ির উঠোনে হুনুমান

খাবারের সন্ধানে শহরের লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি হুনুমান। চুয়াডাঙ্গা শহরের মাস্টারপাড়ার কারো বাড়ির ছাদে, কারো গাছে এমনকি কারো বাড়ির উঠোনে বসে থাকতে দেখা গেছে হুনুমানটিকে।

গতকাল শুক্রবার সকালে হুনুমানটিকে শহরের মাস্টারপাড়ায় ঘুরতে দেখা যায়। এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে লাফিয়ে হুনুমানটি একটি কাঠালগাছে এসে বসে থাকে। তারপর গাছ থেকে নেমে বাড়ির উঠোনে কিছুক্ষণ বসে আবার পাশের একটি আতাগাছে উঠে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর হুনুমানটি পাশের একটি বাড়ির ছাদের ওপর থেকে অন্য দিকে চলে যায়।

মাস্টারপাড়ার গৃহিনী লাইলা নাজনীন জানান, মনে হচ্ছে খাবারের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে হুনুমানটি। এরকম আরো কয়েকটি হুনুমান মাঝেমধ্যে ঘুরতে আসে। কেউ কেউ পাউরুটি, কলা খেতে দিলে খেয়ে চলে যায়। হুনুমানরা কারো ক্ষতি করে না। বাড়ির উঠোনে হুনুমানটি এসেছিল। করোনাভাইরাসের কারণে বাজারে হোটেল ও দোকানপাট বন্ধ থাকায় বোধহয় এই এলাকায় চলে এসেছে। ভয়ে খাবার দেওয়াও গেল না। তার আগেই চলে গেছে।

অনেকে বলেন, খাবারের সন্ধানে এভাবে প্রায়ই হুনুমান চলে আসে লোকালয়ে। ঝুকি নিয়ে তারা মানুষের বাড়ির ছাদে, গাছের ডালে ঘুরে বেড়ায়। হুনুমানরা কারো ওপর আক্রমণ করে না।

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো: গোলাম মোস্তফা বলেন, চুয়াডাঙ্গাতে সাধারণত হুনুমান দেখা যায় না। মূলত খাবারের সন্ধানে তারা মঝে মধ্যে আসে।

চুয়াডাঙ্গায় বৃদ্ধ পিতা ও

ছোটভাইকে উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম, বড় ছেলে গ্রেফতার

বাড়ির উঠোনে ছাগল বাধাকে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডার জেরে বৃদ্ধ পিতা ও ছোট ভাইকে উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম করেছে মোকতার আলী নামের এক পাষণ্ড। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার চণ্ডিপুর গ্রামে শুক্রবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। বৃদ্ধি পিতা আবদুল আজিজ মোল্লা ও ছোট ভাই মতিয়ার রহমানকে গুরুতর জখম অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত মোকতার আলীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও এলাকাসূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বড় ছেলে মোক্তার আলী তার একটা ছাগল উঠোনের একটি চারাগাছের গোড়ায় বাঁধতে যায়। এ সময় বৃদ্ধ পিতা আবদুল আজিজ মোল্লা (৭৫) ছাগলটিকে গাছের গোড়ায় না বেঁধে অন্য স্থানে বাঁধতে বলেন। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ঘরে বসে থাকা বৃদ্ধ পিতার ওপর ধারালো দা নিয়ে হামলে পড়ে মোকতার আলী। উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম করার সময় ছোট ভাই মতিয়ার রহমান (৩৫) ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে জখম করে সে। প্রতিবেশীরা পিতা আবদুল আজিজ মোল্লা ও ছেলে মতিয়ার রহমানকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান বলেন, ‘অভিযুক্ত মোকতার আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।’

নারায়নগঞ্জ থেকে পাঁচ দিনে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মানুষদের নিয়ে আতংকে আছেন চুয়াডাঙ্গার সচেতন মানুষরা। এদের মাধ্যমেই চুয়াডাঙ্গায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করছেন অনেকে। এ দুটি জেলা থেকে অনেকেই চুয়াডাঙ্গায় ফিরে ঘরে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে ঢাকা ও

নারায়নগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন। তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩৯৭ জন। নতুন কেউ আক্রান্ত জেলা থেকে এলেই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, অতি সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে নারায়নগঞ্জ থেকে আসেন এক যুবক। এসেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার আত্মগোপনে থাকার কারণে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। পৌর এলাকার মুন্সীপাড়ার এক যুবকও নারায়নগঞ্জ থেকে এসে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে আছে। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা কাউকে কোনোক্রমেই ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হবে। কেউ গোপনে এসে থাকলে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

পানি সংকটে চুয়াডাঙ্গা পৌরবাসী

করোনা সংকটের মধ্যেই নিত্য প্রয়োজনীয় পানি নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বাসিন্দারা। পৌরসভার সরবরাহ করা পানি পাচ্ছে না অনেক পৌরবাসী। এতে দেখা দিয়েছে সীমাহীন দূর্ভোগ। খাওয়ার জন্যও পানি পাচ্ছেন না অনেকেই। অনেককে পাশের কারো বাড়ি থেকে টিউবওয়েলের পানি এনে প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা সূত্র জানায়, গত ১০ এপ্রিল মাস্টারপাড়ার পানির পাম্পটি পুড়ে যায়। এর পর থেকে পৌর এলাকার মাস্টারপাড়া, শেখপাড়া, বাজারপাড়া, মল্লিকপাড়া, ফেরীঘাট রোড প্রভৃতি এলাকার মানুষ প্রয়োজনীয় পানি পাচ্ছে না। অন্য এলাকার পাম্প থেকে এসব এলাকায় পানি সরবরাহ করতে গিয়ে পুুরো পৌরএলাকার মানুষ এখন পড়েছেন পানি সংকটে।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় রয়েছে ৯টি পানির পাম্প। এর মধ্যে গত ১০ এপ্রিল থেকে মাস্টারপাড়ার পানির পাম্পটি পুরোপুরি অকেজো। বাকি আটটি পাম্পের মধ্যে অন্য চারটিও প্রায় অচল। ফলে চারটি দিয়ে কোনোরকমে পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় সব এলাকাতেই পর্যাপ্ত পানি পৌছাচ্ছে না।

চুয়াডাঙ্গা মাস্টারপাড়ার গৃববধু আকলিমা খাতুন জানান, শুনেছি আমাদের পাড়ার পাম্পটি পুড়ে গেছে। সকালে খুব সামান্য পানি আসে। দুপুরে, বিকেলে ও রাতে পানি পাওয়া যায়না। আমরা খুবই পানির কস্টে আছি।

চুয়াডাঙ্গা শেখপাড়ার মাবুদ সরকার বলেন, বেশিরভাগ মানুষ পৌরসভার সরবরাহ করা পানি ফিল্টার করে পান করে থাকে। করোনা ভাইরাসের কারণে বলা হচ্ছে, ঘন ঘন সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। পানি না পেলে মানুষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে কি করে?

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী (পানি) এএসএম সাইদুর রশিদ জানান, ইদানিং বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ দেখা দিয়েছে। লো- ভোল্টেজের কারণে গত ১০ এপ্রিল মাস্টারপাড়ার পাম্পটি পুড়ে গেছে। করোনাভাইরাসের কারণে সবকিছু বন্ধ থাকায় তা মেরামতেও দেরি হচ্ছে। বাকি যে আটটি পাম্প রয়েছে তা লো-ভোল্টেজের কারণে চালানো যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা ওজোপাডিকোর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ ময়নুদ্দিন বলেন, ৩৩ কেভি বিদ্যুত পাওয়ার কথা। আমরা পাচ্ছি ২৫-২৬ কেভি। এতে লো-ভোল্টেজ হচ্ছে। এই সমস্যা আগে থেকেই রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার বড়বাজার কাঁচাবাজারে নিরাপদ দূরত্ব

কিছুতেই মানা হচ্ছে না

ঘরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন-বলা হলেও তার বাস্তবায়ন নেই চুয়াডাঙ্গায়। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের নিচের বাজারে গেলে প্রতিদিন চোখে পড়ে জটলা পাকিয়ে কেনাকাটার দৃশ্য। দেখে মনে হতে পারে, করোনা সতর্কতার বিষয়টি ভুলে গেছে মানুষ। মাঝেমধ্যে পিপিআই পড়ে আসা কয়েকজনকে ভীড়ের মধ্যে দাড়িয়ে হ্যান্ড মাইকে মানুষকে সতর্ক করতে দেখা গেছে। বাজারে ভিড় কমানোর অন্য কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

নিচের বাজারে কেন এতো ভীড়? এমন প্রশ্নের জবাবে হাজরাহাটি গ্রামের হযরত আলী জানান, শহরের মানুষতো বটেই, গ্রামের মানুষও এই বাজারে আসে। এর কারণ হলো, চুয়াডাঙ্গার নিচের বাজারে চাল, ডাল, তেল, সাবান, মাছ, মাংস, মুরগি, সব ধরণের সবজি পাওয়া যায় একই বাজারে। এখানে এলে মানুষ সবকিছু পেয়ে যাচ্ছেন। এজন্য এই বাজারে এতো ভীড়।

চুয়াডাঙ্গা শহরের মুক্তিপাড়ার বাসিন্দা বদর উদ্দিন জানান, নিচের বাজারে পাকা কলার হাট বসে। পাকা কলা কেনার জন্য নিজের বাজারে গিয়ে প্রচন্ড ভীড় দেখেছি। ভীড় দেখে মোটরসাইকেলে বসেই কোনোরকমে কলা কিনে ফিরে এসেছি। এখান থেকে শহরের কোনো মাঠে সবজি বাজারটি উঠিয়ে নিয়ে গেলে অনেক ভীড় কমে যাবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের করোনাভাইরাস কন্ট্রোলরুমের দায়িত্বে থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন জানান, মানুষ সচেতন না হলে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা কঠিন। তারপরও নিচের বাজারটি টাউন মাঠে নিয়ে আনার চিন্তাভাবনা আছে। তাহলে সামাজিক দূরত্ব অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে।

চুয়াডাঙ্গায় সরকারি চাল

পাচারের দায়ে এমপির ভাতিজাসহ দুইজনের ডিলারশিপ বাতিল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় সরকারি চাল পাচারের অভিযোগে সংসদ সদস্যের ভাতিজাসহ দুইজনের ডিলারশিপ বাতিল করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে উভয়ের জামানতের টাকা। মঙ্গলবার বিকালে এ সংক্রান্ত আদেশ দেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকন।

এ ঘটনায় উদ্ধার হওয়া ৬৫ বস্তা চাল পাশর্^বর্তী ডিলারের মাধ্যমে তালিকাভূক্ত নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বাতিলকৃত ডিলাররা হলেন, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগরের বড় ভাইয়ের ছেলে গিয়াস উদ্দিন ডেলিস এবং লোকনাথপুর গ্রামের ডিলার আব্দুস সাত্তার।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকন জানান, গত বুধবার (৯ এপ্রিল) রাতের আধারে লোকনাথপুর এলাকার একটি গুদাম থেকে সরকারি চাল পাচারের পর বিষয়টি জানাজানি হয়। খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে পাচার হওয়া চাল, বিতরণ রেজিস্ট্রার এবং মাস্টাররোল জব্দ করা হয়।

পরদিন বৃহস্পতিবার দামুড়হুদা উপজেলা উদ্ভিদ সংগনিরোধ অফিসার অভিজিত কুমারকে আহ্বায়ক করে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তে অভিযুক্ত ডিলার গিয়াস উদ্দিন ডেলিস এবং আব্দুস সাত্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের ডিলারশিপ বাতিল করা হয়। একই সাথে তাদের জামানতের বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহের

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ, মামলা করায় ধর্ষীতার পরিবারকে হুমকি

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহের আড়িয়া গ্রামের চকপাড়ায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে স্কুলছাত্রী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে প্রভাবশালী ঘরের ছেলে তন্ময়ের বিরুদ্ধে। ধর্ষণ এবং তাদের মধ্যকার অন্তরঙ্গ অশ্লীল কোথপোকথন মোবাইলে ভাইরাল করে দিয়েছে তন্ময়।

এঘটনায় নাবালিকার পিতা বাদি হয়ে অভিযুক্ত তন্ময় ও তার পিতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। তবে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। এদিকে মামলা করায় ধর্ষীতার পরিবারকে নানাভাবে হুমকি ধামকি অব্যাহত রেখেছে ধর্ষকের সাঙ্গপাঙ্গরা।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের আড়িয়া গ্রামের চকপাড়ার হতদরিদ্র পরিবারের এক নাবালিকা মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে একই পাড়ার প্রভাবশালী মুকুল হোসেনের ছেলে শাহিন আরেফিন তন্ময়।

নাবালিকা মেয়ে অভিযোগ করে বলেন, প্রেমের একপর্যায় তন্ময় বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ডেকে নিয়ে তার দেহভোগ করে। প্রথম দিনের ঘটনার পর থেকে তন্ময়ের সাথে মোবাইলে নিয়মিত অন্তরঙ্গ কথাবার্তা চলতে থাকে। আমি বুঝতে পারেনি আমাদের মধ্যকার কথাবার্তা তন্ময় তার মোবাইলে রেকডিং করে রাখে। প্রথম দিনের ঘটনার পর থেকে সে এসব নেটে ছেড়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তার কথামত চলতে বলে। আমি তন্ময়ের কথায় ভয় পেয়ে তার কথামত চলতে থাকি। আমার সাথে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে তন্ময় তার মোবাইলে ধারণকৃত কথোপোকথন সাপ্তকানিক আগে বিভিন্ন জনের মোবাইলে ছেড়ে দেয়।

মেয়ের পিতা ছেলের এহনো কর্মকাণ্ডের বিষয়টি মুকুল হোসেনকে জানালে উল্ট ছেলের অপরাধ ঢেকে মেয়ের কুৎসা রটাতে থাকে। মেয়ের সর্বনাশের বিষয়টি জানতে পেরে হতদরিদ্র পিতা দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং বিচার চেয় গ্রাম্যমাতব্বরদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণদিতে থাকে।

শেষমেশ উপায়অন্ত না পেয়ে বুধবার মেয়ের পিতা অভিযুক্ত তন্ময়ের বিরুদ্ধে ধর্ষন ও অপরাধীকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করার অপরাধে মুকল হোসেনকে আসামী করে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলা

দায়েরের ৪ দিন অতিবাহিত হলেও পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

এদিকে মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা দর্শনা থানার তদন্ত ওসি মাহাবুর রহমান বলেন, আসামীদের গ্রেফতারে সর্বাত্নক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গ্রামসূত্রে জানাগেছে, অভিযুক্ত তন্ময়ের পিতা গ্রামের প্রভাবশালী ব্যাক্তি হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কেউ মুখখুলতে সাহস পাচ্ছে না। এমন কি মেয়ের পরিবারকে নানাভাবে হুমকি ধামকি অব্যাহত রেখেছে।

চুয়াডাঙ্গার আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে চাল চুরির অভিযোগ! তদন্ত কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গা সদর গড়াইটুপি ইউনিয়নের চালের ডিলার হায়দার মল্লিকের বিরুদ্ধে ওএমএসের চাল চুরির অভিযোগ উঠেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে বলেন, ডিলার হায়দার মল্লিক ধীর্ঘদিন থেকে এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পায়নি।

অভিযোগের ভিত্তিত্বে উপজেলা প্রশাসরে পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে বলে জানাগেছে।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের ১০ কেজি দরের চাল বিক্রির ডিলারশীপ পায় আ.লীগ নেতা হায়দার মল্লিক। তিনি গত ৯ এপ্রিল ৬০৩ জন কার্ড ধারীর বিপরীতে ৬০৩ বস্তা চাল তুলে আনেন সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে। গত রোববার সকাল ৯টার দিকে ওই চাল তিনি গড়াইটুপি বাজারের গোডাউন থেকে কার্ডধারীদের মধ্যে বিক্রি শুরু করেন।

ইউনিয়নের খাসপাড়া ও গবরগাড়া গ্রামের কয়েকজন কার্ডধারী তারা তাদের চাল কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় তারা তাদের চাল বাজারের একটি দোকানে গিয়ে মাপযোগ করেন। মাপযোগ কালে দেখতে পান বস্তাপতি (৩০

কেজি) ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম রয়েছে।

বিষয়টি উপস্থিত থাকা ইউপি সদস্য জাকির হোসেনকে বলেন। জাকির হোসেন তাৎক্ষনিক ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেনকে অবগত করেন। চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌছান এবং বস্তা পুনরায় মাপযোগ করে তার সত্যতা পায়। চেয়ারম্যান বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করেন।

খবর পেয়ে কিছু খনের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌছান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান। এসময় উৎসুক জনতা ভিড় জমায়। তিনিও বস্তায় চাল কম থাকার বিষয়টি ডিলারের নিকট জানতে চান।

এসময় ডিলার হায়দার মল্লিক জানান, সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে যে ভাবে দিয়েছে তিনি সে ভাবেই নিয়ে এসে কার্ডধারীদেকে দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ডিলার, চেয়ারম্যান, মেম্বর, এসিল্যাণ্ড সকলেই সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামে যান এবং সেখানকার বস্তার চাল ওজন করেন। গুদামের বস্তার চাল মপযোগ সঠিক পান। তখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে ডিলার হায়দার মল্লিক প্রথম থেকেই এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও কোন অভিযোগেই কর্ণপাত করেননি।

ইউপি সদস্য জাকির হোসেন বলেন, কার্ডধারীরা আমার কাছে বললে আমি চাল মাপতে বলি এবং প্রায় বস্তায় ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম পাওয়া যায়। এভাবে ৬০৩ বস্তা চাল মাপযোগ করলে তো অনেক চাল কম হবে। পরে ৬০টি বস্তার চাল মাপযোগ করা হয়। সেখানেও ৫০ থেকে ৫২টি বস্তায় একই ভাবে চাল কম পাওয়া যায়। হুক মেরে পড়ে গেলে একআধটা বস্তার চাল কম হতে পারে তাইবলে এত বস্তার চাল কম মেনে নেওয়া যায় না।

এ ব্যাপারে ডিলার হায়দার মল্লিক বলেন, আমাকে যে ভাবে গুদাম থেকে দিয়েছে আমি সেই ভাবেই কার্ডধারীকে দিয়েছি। আমি কোন চাল চুরি করিনি।

সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামের দায়িত্বরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোল্লা আহম্মেদ জামান বলেন, কোন ডিলার যখন চাউল নেয় তখন সে তার মত করে বুঝ করে নিয়ে যায়। গোডাউন থেকে বাহিরে গেলে সেখানে কিছু ঘটলে এর দায়ভার আমাদের ওপর বর্তায় না। তার পরও ডিলারকে যে লট থেকে চাল দেয়া হয়েছে সে লটের চাল এখানে মেপে সঠিক পেয়েছে তদন্তে আসা অফিসার।

ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেন বলেন, এক আধশো গ্রাম কম হলে সেটি নিয়ে কেউ অভিযোগ করে না। যারা চাল কম পেয়েছে তারা সকলেই লিখিত ভাবে তদন্তে আসা অফিসারের নিকট দিয়েছে।

প্রথমিক তদন্তকারি অফিসার এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান বলেন, সরেজমিনে এসেছি যা পেলাম তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাবো। সিদ্ধান্ত কি হবে সেটা উপর মহল দেখবেন।

এব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান বলেন, যেহেতু এটি হতদরিদ্র মানুষের চাল প্রথমেই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গরিব মানুষগুলো যাতে তাদের চালটি এখনই পায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ডিলারকে ৩০ কেজি করে বুঝ করে বিতরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সেই সাথে সদর উপজেলা পানিসম্পদ কর্মকর্তাকে প্রধান করে যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা ও ফ্যামিলিপ্লানিং কর্মকর্তার সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে শাশুড়ি হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রায়সা গ্রামে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। নিহত সফুরা খাতুন (৬৫) রায়সা গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের স্ত্রী।

গত সোমবার রাতে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। হত্যার অভিযোগে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ।

এলাকাবাসী জানায়, বরাবরই দুই পুত্রবধূ তাদের শাশুড়িকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। সোমবার রাতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বড় পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন রুটি তৈরির বেলুন দিয়ে শাশুড়ির মাথায় আঘাত

করলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এসময় পুত্রবধূরা গ্রামে প্রচার করে তাদের শাশুড়ি ঘরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন।

তাকে গোপনে দাফনের চেষ্টা করা হলে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়। সকালে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই সঙ্গে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ আটক করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. কলিমুল্লাহ।

তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে বৃদ্ধা সফুরা খাতুনকে পুত্রবধূরা হত্যা করেছে। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশি তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।’

জীবননগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ি গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আশরাফ আলী (৫৫) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে গ্রামের একটি শিমুল গাছের তুলা ভাঙতে উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। নিহত আশরাফ আলী আন্দুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত ইউসুফ আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শিমুল গাছের তুলা ভাঙার এক পর্যায়ে গাছের ডাল নিচে থাকা মেইন লাইনের তারের সংস্পর্শে আসে। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান আশারফ আলী।